দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 OCT 1906
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলা শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

156

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষা ও পরীক্ষা

জাতীয় উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষা যে অপরিহার্য একথা সর্বজন স্বীকৃত। তজ্জন্য সকল মহল থেকে প্রায় সময় পত্র-পত্রিকায়, সভা-সমিতিতে, শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরিবেশ, সংস্কার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশে বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে যুগ-জিজ্ঞাসা ও জাতীয় প্রয়োজনে তার সংস্কারের যথেষ্ট প্রয়োজন। শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান অর্জন করবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তারইতো প্রতিফলন ঘটবে। তাই অবিন্যস্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত শিক্ষা দ্বারা সমাজের অবক্ষয় প্রতিরোধ, জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা এবং দুর্নীতি মুক্ত রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। তজ্জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত শিক্ষা নীতি ও পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারণকারীদের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো আবশ্যক। শিক্ষার সাথে সাথে চরিত্র গঠনের বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের যে কোন প্রক্রিয়া গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা পদ্ধতিকে দূষণমুক্ত করতে হবে। তা নাহলে কোন ক্রমেই লেখা-পড়ার পরিবেশ কোন কালেই ফিরে আসবে বলে মনে হয় না।

আজ দেশের প্রতিটি মানুষের মুখেই লেখা-পড়ার পরিবেশ না থাকার কথা শোনা যায়। পরীক্ষার পূর্বে ও পরে নকল প্রবণতা, পরীক্ষায় নকলের প্রতিযোগিতার নতুন নতুন অভিজ্ঞতার কথা পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। তার পাশে এ হেন প্রবণতা দূর করা না হলে জাতীয় জীবনের সর্বনাশের কথাও শুনা যায়। যারা নকল করে পাস করেছে তারাও পরবর্তী সময় নকল প্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে থাকেন। বাস্তব ক্ষেত্রেও এ সংক্রমণ-প্রবণ ব্যাধি দূর করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে সার্টিফিকেটধারী তথাকথিত শিক্ষিত "মূর্খ" তৈরী ছাড়া অন্য কিছুই সম্ভবপর হবে না। এটা জাতির জন্য যেমন ভয়াবহ তেমন চরম অভিশাপও বটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত শ্রেণী পরিচালিত হলেও নকলের আশায় অনেকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে বছরের প্রথম থেকেই বাইরে ঘোরাফেরা করে থাকে। এ যুগে এটা একটা সংক্রামিত মাদক ব্যাধি।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ধর-পাকড়, বহিষ্কার, পরীক্ষা বাতিল ইত্যাদি নকল প্রথা প্রতিহত করার লক্ষ্যে করে থাকেন। এর দ্বারা সাময়িক কিছুটা ভিতি সঞ্চারিত হলেও সুফলের চাইতে ক্ষতি সাধিত হয় অনেক বেশী। এর ফলে শিক্ষার্থীদের জীবন নাশ, সময়ের অপচয়, দরিদ্র অভিভাবকদের অর্থদণ্ড ইত্যাদি ঘটে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষার দুর্নীতি দূর করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষীয় লোকেরা অপমানিত হওয়ার কথাও শোনা গেছে। এমতাবস্থায় নকল উচ্ছেদের বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

আমার মতে, নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হলে "খোলাবই প্রকিরয়ায়" পরীক্ষা দিলেও না পড়ুয়া পরীক্ষার্থীদের উত্তর করার জন্য কোন অসৎ উপায় গ্রহণের পথ থাকবে না।

(১) সিলেবাসভুক্ত বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় ও পাঠ হতে অল্প কথায়/লেখায় উত্তর করা যায় এমন ৫০/৬০ টি প্রশ্ন করা।

(২) প্রশ্নপত্র বা উত্তরপত্র বাইরে পাচার প্রতিরোধের জন্যঃ— পরীক্ষায় উত্তর দেবার জন্য স্বতন্ত্র উত্তরপত্র ব্যবহার না করে উত্তরপত্রের মধ্যেই প্রশ্নপত্রের সন্নিবেশকরণ।

(৩) পরীক্ষার্থীদিগকে তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নপত্রের ধরন সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ওয়াকিবহাল করা ও প্রশিক্ষণীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

(৪) শিক্ষকদিগকে আরও যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলার জন্য স্বল্পকালীন সাময়িক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৫) সর্বস্তরের পরীক্ষায় শ্রেণীতে উপস্থিতি ও চরিত্রগত ব্যবহারিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন আবশ্যক এবং তজ্জন্য স্বতন্ত্র নম্বর, আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শিক্ষক নিয়োগ-এর ব্যবস্থা গ্রহণ।

—নূর মোহাম্মদ খান
অধ্যক্ষ, চৈতা নেঃ সিঃ মাদ্রাসা
ডাকঃ চৈতা মাদ্রাসা, পটুয়াখালী